আলমডাঙ্গায় গাঁজা সেবনের দায়ে যুবকের জেল

আলমডাঙ্গার গড়গড়ি গ্রামে গাঁজা সেবনের দায়ে এক যুবককে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে গড়গড়ি গ্রামে উপস্থিত হয়ে এ আদেশ প্রদান করেন।

আদালত সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের গড়গড়ি গ্রামের আজিজুদ্দিনের ছেলে মাসুদ রানা। সে দীর্ঘদিন যাবৎ মাদকদ্রব্য গাঁজা সেবনের পাশাপাশি বিক্রয় করে আসছিলো।

সোমবার বেলা ১২ টার দিকে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশ মাদকদ্রব্য অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় গড়গড়ি গ্রাম থেকে মাসুদ রানাকে ২৫ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করে পুলিশ। পরে আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ উপস্থিত হয়ে মাসুদ রানাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে।

আলমডাঙ্গায় মাদকাসক্ত ছেলেকে পুলিশে দিলো পিতা

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জের শান্ত (২২) নামে এক মাদকাসক্ত ছেলেকে পুলিশে দিয়েছেন তার পিতা। সোমবার দুপুর ২ টার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে। আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর এ কারাদন্ড প্রদান করেন।

দন্ডপ্রাপ্ত ওই যুবক হলো আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ গ্রামের আনসার আলীর ছেলে।

জানা যায়, শান্ত অনেক দিন ধরেই মাদকাসক্ত। তবে বেশ কিছুদিন ধরে সে মাদকাসক্ত হয়ে অত্যাচার শুরু করে। প্রায়ই সে নিজের ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে এবং পিতামাতাকে মারধর করে।

এ অবস্থায় বাধ্য হয়ে আনসার আলী সোমবার মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশকেও জানায়। সোমবার দুপুরে মুন্সিগঞ্জ এলাকা থেকে শান্তকে ৪ পিস ট্যাপেন্টা ডল ট্যাবলেটসহ আটক করে ফাঁড়ি পুলিশ।

এসময় খবরে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর ঘটনাস্থলে পৌছায়। পরে দুপুরে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হয়। এসময় উপজেলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে প্রবাস ফেরত গ্রেফতার

প্রতারণা মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামী প্রবাস ফেরত মহিদুল ইসলাম (৩৮) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। মহিদুল ইসলাম গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার আব্দুল হাকিমের ছেলে।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেন। এসআই মাসুদ জানান, গ্রেফতারকৃত মহিদুলের নামে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলা নং৭৭৯/১১ চিটিং মামলা রয়েছে।

২০১১ সালে মাসুদের নামে মামলা হওয়ার পর সে সৌদী আরবে চলে যান। দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার পর সে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে ফিরেছে। খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আগামীকাল সোমবার ১ আগষ্ট সকালে তাকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

তিনটি হত্যাসহ একাধিক মামলার আসামী কৃষকলীগের সভাপতি। সমালোচনার ঝড়

তিনটি হত্যা, হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত, চুরিসহ একাধিক মামলার আসামী আতিয়ার রহমান গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আর সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় এলাকায় আবারও শুরু হয়েছে আতংক।

তবে, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক ও জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন বললেন তার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা ষড়যন্ত্রমুলক।

দীর্ঘ ৫ বছর পর গত ২৯ জুলাই শুক্রবার বিকেলে গাংনী পাইলট হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ চত্বরে সম্মেলন শেষে রাতে কমিটি গঠণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। রাত ৮ টা থেকে শুরু হয়ে রাত ২ টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। ৩৫০ জন কাউন্সিলর ভোট প্রদান করেন।

কাউন্সিলে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কৃষকলীগের নেতৃবৃন্দ ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকসহ আওয়ামীলীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিত ছিলেন।
কমিটিতে আতিয়ার রহমানকে সভাপতি ও মশিউর রহমান পলাশকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে।

আতিয়ার রহমান গাংনী উপজেলার লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামের সাইফুল ইসলাম ওরফে সইফুদ্দীনের ছেলে।
গাংনী থানা সূত্রে জানা গেছে, আতিয়ার রহমানের নামে ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩২৬-৪/৩০৭/৩০২/৫০৬/১১৪/৩৪ দন্ডবিধিতে গাংনী থানার মামলা নং ৯. তারিখ ৯/১১/২০২১ ইং।
গাংনী থানার মামলা নং ৩৪. তারিখ ৩০/০৭/২০১৭ ইং, দন্ডবিধি ১৪৩/৩৪১/৩২৬/৩০২/
গাংনী থানার মামলা নং ১৬, তারিখ ১২/০৬/২০১৭ইং ধারা ১৪৩/৩২৩/৩২৬/৩০৭/৩৭১/৫০৬/১১৪ দন্ডবিধি।
মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং ৯, তারিখ ৬/১০/২০১০ ইং, ধারা ৩৭৯/৪১১ দন্ডবিধি।

স্থানীয় মেম্বর ও লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামের টুটুল মেম্বর জানান, আতিয়ার নওপাড় গ্রামের ওমর আলীকে হত্যা প্রচেষ্টা চালায়। সে মামলার নং জিআর ১২/৯০। মামলায় ৭ বছর কারাদন্ড হয়। ২০০৩ সালের কাথুলি ইউনিয়নের সংরক্ষিত নারী সদস্য আলেয়া খাতুনকে প্রকাশ্যে দিবালোকে মাথায় কিরচি দিয়ে মারে। বর্তমানে আলেয়া মেম্বর পঙ্গু জীবন যাপন করছে। সে মামলায় ১ নং আসামী। ৯১ সালে ধলা গ্রামের নজিবুরকে পেটে ফলা দিয়ে ভুড়ি বের করে দেয়। ২০১৭ সালে বর্তমান মেম্বর টুটুলের বাড়িতে হামলা দলবল নিয়ে চলায় আতিয়ার ও তার লোকজন। এঘটনায় আতিয়ারকে ১ নং আসামীকে করে একটি মামলা হয়। মামলা নং ১৮৭/১৭ ইং। ২০১৭ সালের ২৯ জুলাই এনামুল হক নইলুকে হত্যা করে। হত্যা মামলার ১ নং আসামী। মামলা নং সেসন ১৬৯/১৮ ইং। ২০১১ সালের ৮ নভেম্বর সকালে দুই সহোদর জাহারুল ও সাহারুল ইসলাকে প্রকাশ্যে দিবালোকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। মামলায় ১ নং আসমী সে। ধলার বিল নিয়ে আতিয়ারের সাথে বিরোধের জের ধরে ২০০০ সালে সাইদুল হোসেন খুন হন। সাম্প্রতিক সময়ে জোড়া খুন মামলায় কারাবন্দী থেকে জামিনে মুক্ত হন তিনি।

সরকার দলীয় কয়েকজন নেতা ও কৃষকলীগের নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, একাধিক হত্যা, চুরিসহ বেশ কয়েকটি মামলার প্রধান আসামী আতিয়ার। এসব হত্যা মামলায় সে বারবার জেল খেটেছেন। এধরনের মানুষকে সভাপতি দেওয়া ঠিক হয়নি। আতিয়ারকে সভাপতি করাই দলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। তাকে সভাপতির পদে দাঁড়াতে দেওয়াই ঠিক হয়নি।

গাংনী সরকারী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুর রশিদ বলেন, হত্যা মামলার আসামী ও ও জেল খাটা আসামী যদি একটা রাজনৈতিক দলের সহযোগী সংগঠণের সভাপতি হয় এর চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারেনা। ভবিষ্যাতে এর খারাপ ফল রাজনীতিবিদদেরই ভোগ করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা সুজনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেন, রাজনীতিতে ফ্রেস এবং নির্ভেজাল মানুষকে নেতৃত্ব দেওয়া উচিৎ। হত্যা মামলার একজন আসামীকে রাজনৈতিকভাবেই বেমানান দেখাবে। তাকে মানা না মানা নিয়ে রাজনৈতিক দলের মধ্যেই কথা উঠবে। এছাড়া ভবিষ্যতে রাজনৈতিক বিশৃংখলা দেখা দেবে।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, কৃষকলীগের আলাদা গঠনতন্ত্র রয়েছে। গঠণতন্ত্র

মোতাবেক কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতাদের উপস্থিতিতে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩৫০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে আতিয়ার রহমান সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। হত্যাসহ ৮ মামলার আসামি কিভাবে কৃষকলীগের সভাপতি হলেন? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আতিয়ারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এসকল মামলা করা হয়েছে।

জেলা কৃষক লীগের সাধরণ সম্পাদক ওয়াসিম সজ্জাদ লিখনও অভিন্ন সুরে বলেন,আতিয়ারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মামলার আসামি হয়েছেন। কাউন্সিলদের প্রত্যক্ষ ভোটে তাকে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নারীসহ দুই আসামী গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন ও নিয়মিত মামলায় ১ জনসহ ২ আসামী গ্রেফতার করেছেন। এরা হলেন, গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী গ্রামের হারান আলীর স্ত্রী আরজিনা খাতুন ও মেহেরপুর সদর উপজেলার বেলতলাপাড়া গ্রামের মৃতু আযম উদ্দীনের ছেলে আলম শেখ।
আরজিনা খাতুনের নামে অপহরণের অভিযোগে নিয়মিত মামলায় রয়েছে। গাংনী থানার মামলা নং ২৯, তারিখ ২৯/০৭/২০২২। ধারা ৭/৩০।
এছাড়া আলম শেখ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার আসামী। সে বর্তমানে গাংনী উপজেলা শহরের চৌগাছা গ্রামে বসবাস করছেন। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে থানা পুলিশের পৃথক টীম শনিবার (৩১ জুলাই) দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে এই দুই আসামীকে গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (৩১ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক সমর্থককে কুপিয়ে হত্যা; পুলিশ বলছে পূর্ব শত্রুতার জের

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর এক সমর্থক কে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহতের নাম জানিক শেখ, সে সারুটিয়া ইউনিয়নের পুরাতন বাখরবা গ্রামের ইবাদত শেখের ছেলে।

রবিবার ভোর ৪ টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে নিজ গ্রাম থেকে তাকে দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে মুমুর্ষ অবস্থায় ফেলে যায়। সেখান থেকে স্থানীয়রা তাকে শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে রাতেই কুষ্টিয়া মেডিকেলে রেফার করা হয় ।

জানা যায়, শৈলকুপা উপজেলার পুরাতন বাখরবা গ্রামের জানিক শেখ সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বের হয়। রাত ১০টার দিকে রাস্তার পাশে তাকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। সে কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত ।

নিহত জানিক শেখ স্বতন্ত্র আনারস প্রতিকের চেয়ারম্যান প্রার্থী মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নুর পক্ষে নিয়মিত প্রচার প্রচারনায় অংশ নিত এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জুলফিকার কায়সার টিপুর একজন সক্রিয় কর্মী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক বলে পরিবার জানিয়েছে । নিহতের স্ত্রী স্বপ্না খাতুন জানান, নৌকা প্রতিকের কর্মী- সমর্থকরা তার স্বামী কে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছে।

এদিকে শৈলকুপা থানার ওসি আমিনুল ইসলাম জানান, পূর্ব শত্রুতার জেরে এই হত্যাকান্ড ঘটেছে।

দর্শনায় গাঁজাসহ মহিলা মাদক ব্যবসায়ী আটক

দর্শনায় গাঁজাসহ রিনা বেগম (৫০) নামের এক মহিলা মাদক ব্যবসায়ী কে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

জানাগেছে শনিবার সাড়ে ১০টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর এর নেতৃত্বে দর্শনা থানার অফিসার এসআই (নিঃ) শামীম রেজা, এএসআই (নিঃ) সানোয়ার হোসেন, এএসআই (নিঃ) হাফিজুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় দর্শনা থানাধীন পশ্চিম রামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে হতে রিনা বেগমকে ২ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার করে।

রিনা বেগম রুদ্রনগর মাদ্রাসাপাড়ার মৃত আজাদুল ইসলামের স্ত্রী। তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

গাংনীতে বিরোধপূর্ণ জমির পাট কর্তন মামলায় ৩ আসামী গ্রেফতার

গাংনীর কাজিপুর গ্রামে বিরোধপূর্ণ জমির পাট কাটাকে কেন্দ্র করে দায়ের করা মামলায় তিন আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

এরা হলেন, গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার কলিম উদ্দীনের ছেলে আখের উদ্দীন (৩৮), মৃত বাদল মন্ডলের ছেলে মনিরুল ইসলাম (৫৭) ও উজির আলীর ছেলে রেজাউল হক (৬০)।

শুক্রবার (২৯ জুলাই) দিবাগত রাতে ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রায়হানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টীম অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের নামে গাংনী থানা মামলা নং ৩৪/১৮২, ধারা ১৪৩/৩৭৯/৪৪৭/৫০৬, তারিখ, ২৯/০৭/২০২২ ইং।

পিরতলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জহির রায়হান বলেন, কাজিপুর মধ্যপাড়া এলাকার রুহুল আমিন ও মৃতু ছলিম উদ্দীনের ছেলে কলিম উদ্দীন, আজমত আলী গ্যাঙের মধ্যে ৬.৭৩ একর জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। বিরোধপূর্ণ জমিতে মামলার বাদী রুহুল আমিন পাট চাষ করেন।

গতকাল শনিবার সেই পাট কলিম উদ্দীন গ্রেুপর লোকজন কেটে নিয়ে যায়। এঘটনায় কলিম উদ্দীন বাদী হয়ে জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে পাট চুরির অভিযোগ এনে ২৪ জনকে আসামী করে মামলাটি দায়ের করেন। মামলাটি রুজ্জু হওয়ার পর রাতেই অভিযান চালিয়ে এই তিন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেপুর জেল হাজতে প্রেরণ করার প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুরে ৮ টি মামলার আসামীসহ ২ জন আটক, ৬ গ্রাম হেরোইন জব্দ

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ৬ গ্রাম হেরোইন ও ৮ টি মামলার আসামীসহ দুই মাদক বিক্রেতা আটক হয়েছে।
এরা হলেন, সাইফুল ইসলাম(৪০) ও কামরুজ্জামান(৩০)।
সোমবার (২৫ জুলাই) দিবাগত রাত ৮ টার দিকে সদর উপজেলার বামন পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে আটক করে পুলিশ। এসময় তাদের দেহ তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ছয় গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ।
মেহেরপুর সদর থানার এসআই জুম্মান খানের নেতৃত্বে এ এস আই ইব্রাহিম বিশ্বাস ও এএস আই মোহাম্মদ মাহবুব সহ-সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালান।
আটককৃত সাইফুল ইসলাম সদর উপজেলার বামন পাড়া এলাকার মানারুল ইসলামের ছেলে এবং কামরুজ্জামান মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার

এলাকার মৃত আব্দুল মুমিন শেখের ছেলে। দুজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।
আটক সাইফুল ইসলামের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আটটি মামলা রয়েছে।
মঙ্গলবার (২৬ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুরে দুইটি ওষুধের দোকানে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড

মেহেরপুর শহরের কাথুলী বাস স্ট্যান্ডের দুটি ওষধের দোকানে অভিযান চালিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ এবং স্যাম্পল পাওয়ায় ৫ হাজার টাকা করে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদলতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

মেহেরপুর শহরের কাথুলী বাস স্ট্যান্ড এলাকার ঈশান ইমন ফার্মেসী ও খান ফার্মেসিতে এ অভিযান চালান ম্যাজিস্ট্রেট।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান নূর এ আদালত পরিচালনা করেন।

সোমবার (২৫ জুলাই) দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের কাথুলী বাস স্ট্যান্ড এলাকায় ফার্মেসি দুটিতে অভিযান চালিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ ও বিভিন্ন কোম্পানির স্যাম্পল পাওয়ায় ড্রাগ আইন ১৯৪০ এর ১৮ ধারা ভঙ্গের অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ২৭ ধারাই ২ টা দোকানে মোট ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।